★ হায়দ্রাবাদে নিজামসাহী তোষণ নীতি ★

কংগ্রেসী সরকার ও সমাজতন্ত্রীদের সামন্তপ্রথা টিকিয়ে রাখার ● নয়া কৌশল ●

ভারতবর্ষের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ কায়েমহইবার পর হইতে আজপর্য্যন্ত যদি তাহার শ্রেষ্ট-বন্ধু, সজাগ প্রহরী, অনুগত ভৃত্য কেহ থাকে তাহা হইলে তাহা হইতেছে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় সম্পূর্ণ অচল, মধ্যযুগীয় সভ্যতার গলিত শব—ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক শাসন। জাতীয় আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে চালিত দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলন গুলিকে দমন করিবার নামে শত সহস্র প্রজার রক্তে হাত রাঙাইয়াছেন যে রাজা মহারাজার দল তাঁহাদর মাথার মণি নিজাম। সুতরাং আন্তর্জাতীক অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং স্বদেশে নানা সমস্যার চাপে বিপর্য্যস্ত বৃটীশসাম্রাজ্যবাদকে যখন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া দেশ শাসনের ভার জাতীয় নেতৃবৃন্দের হাতে দিয়া ভারতবর্ষ হইতে পাততাড়ি গুটাইতে হইল তখন চির-নাবালক এত দিনের ভৃত্যবংশবদ দেশীয় রাজ্যের এই ক্ষুদে সর্ব্বশক্তিমান দের কথা মনে করিয়া বৃটেনের শ্রমিক অভিজাত সরকারের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; তাহাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়াই মাউন্টব্যাটেন রোয়াদাদে বৃটীশ শক্তি অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় রাজ্যগুলিকে কার্য্যতর স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। ফলে দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্থান এই দুই ডোমিনিয়নের একটিতে যোগ দিবার কিংবা ইচ্ছা করিলে না যোগ দিবার সম্পূর্ন অধিকার লাভ করিল। ইহার পর হইতেই আরম্ভ হইল উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে প্রতিযোগিতা—সর্দারজী ও লিয়াকত আলী সাহেবের মধ্যে মল্লযুদ্ধে কে কাহাকে হটাইয়া দিতে পারে, কে কোন দেশীয় রাজ্যকে নিজের দলে ভিড়াইতে পারে। দুই একটি ব্যতীত প্রায় সব কয়টাই সর্দারজীর সবল হস্তের আশ্রয় গ্রহন করিয়া ধীরে ধীরে প্রতিবিপ্লবীশক্তির ঘাঁটীতে পরিণত হইয়াছে কিংবা হইতেছে। বাকি শুধু হায়দরাবাদ। স্থিতাবস্থা-চুক্তির মধ্য দিয়া হায়দরাবাদের প্রজাআন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এমন কি নিজামী স্বৈরাচার ও শোষণ অক্ষুন্ন রাখিবার অঙ্গীকার করিয়াও যখন নিজামের পদদ্বয়কে তাঁহার মনোমতরূপে তৈল নিষিক্ত করা সম্ভব হইল না, নানা টালবাহনা করিয়াও যখন নবাবী মনকে ভিজাইবার চেষ্টা করিয়া শুধু পদাঘাতই জুটিল তখন ভারতীয় ইউনিয়নের নেতাদের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইল; তাঁহারা রণহুঙ্কার ছারিয়া উঠিলেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই; হুঙ্কার হুঙ্কারই রহিল, গরম গরম বক্তৃতার অন্তরালে চলিতে লাগিল সমানে পদলেহন। এই ফাঁকা হুঙ্কারেই কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গ হইল লুপ্ত বৃটীশসিংহের, গর্জিয়া উঠিলেন চার্চ্চিল, আইনের আর প্যাঁচ দেখাইলেন শ্রমিক প্রধান মন্ত্রী এটলি। এতদিনের বন্ধুর কান্নানিক সমস্বরে প্রতিবাদ জানাইলেন সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন।

এই তর্জন গর্জনের পিছনে ভারতীয় নেতাদের আসল রূপ ও শক্তি নিজামের অজানা নয়। এক দিকে লম্ফ ঝম্ফ অন্য দিকে নিজামকে খুশী করিবার হাস্যকর ব্যর্থ প্রয়াস ভারতীয় ইউনিয়নের সরাষ্ট্র বিভাগের নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজামকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে, রাজাকারদের অত্যাচারকে নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে এই কথা মুখে বলিয়াও আজ ও সীমান্ত অঞ্চল হইতে অসংখ্য কৃষক নেতাকে, হায়দরাবাদের প্রজা আন্দোলনের চালকদিগকে নিজামী পুলিশের হাতে সমর্পন করা হইতেছে প্রজা আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য। পাছে ভারতীয় জনসাধারন এই জঘন্য বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য কৈফিয়ৎ তলব করে তাহার জন্য নির্বিচারে পরিবেশিত হইতেছে নির্জলা মিথ্যা সংবাদ, প্রচারিত হইতেছে কম্যুনিষ্ট আতঙ্ক। একদিকে নেতারা তাঁহাদের অপূর্ব বাক্যবিন্যাসে সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠা ভরাইয়া চলিয়াছেন আর অন্যদিকে তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নিজামীপুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর জুলুম ও রাজাকারদের অমানুষিক অত্যাচার দিনের পর দিন

গণদাবী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] বুধবার, ১৬ই ভাদ্র ১৩৫৫, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ [মূল্য—দুই আনা

বাড়িয়াই চলিয়াছে। অগ্নিদাহ, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ ইত্যকার ফাস্তবাদী বর্বরোচিত আক্রমনে হায়দরাবাদের প্রজাসাধারণের জীবন আজ পর্য্যুদস্ত, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সহিত রাজাকার বাহিনীর প্রায় প্রত্যেহই সংঘর্ষ লাগিয়া রহিয়াছে, ফ্যাসিবাদী সংগঠন ইত্তেহাদ-উল-মুসলমীন নিজামের সাহায্যে ও সমর্থনে সমগ্র মুসলমান সমাজকে ধর্ম্মান্ধতার বিষাক্ত বাষ্পে মাতাইয়া তুলিতেছে এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে, রাজাকার আন্দোলন হায়দরাবাদের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সর্ব ভারতীয় রূপ লইতে চলিয়াছে অথচ নেতাদের দিবানিদ্রার ও তাহাতে কণামাত্র ব্যাঘাত ঘটে নাই যে গদাই-লস্করি চালে এতদিন তাঁহারা চলিয়াছেন তাহার কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই, বরং সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপন করিয়া পুনরায় ভারতব্যাপী আর একবার ১৬ই আগষ্টের কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করিবার চেষ্টায় আছেন।

ঔপনিবেশীক ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও নিজেদের সামন্ততন্ত্র ঘেঁষা শ্রেনীস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রজা-আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিজামের সহিত করমর্দন করিলেও সংগ্রামী জনসাধারন তাহাতে হতচতন হয় নাই; নিজামী স্বৈরাচারকে উৎখাত করিবার জন্য তাহারা ঠিক পথই বাছিয়া লইয়াছে, তাহাদেরই সংগ্রামের ফলে এক তৃতীয়াংশ হায়দরাবাদ আজ সামন্ততান্ত্রিক শোষণমুক্ত স্বাধীন, পনের হাজার বর্গ মাইল ব্যাপী আড়াই হাজার গ্রামে কৃষক প্রজারাজ প্রতিষ্ঠিত। জাগ্রত গণশক্তির এই অভ্যুত্থানকে প্রতিরোধ করিবার শক্তি নিজামের নাই। দুই শত বৎসরের সামন্ততান্ত্রিক শোষনে অতিষ্ঠ শোষিত জনতা শোষনের শৃঙ্খল ছিড়িবার জন্য যে মুক্তিসংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে তাহাকে আর চাপা দিয়া রাখা যাইবেনা। যে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি সংগ্রামী হায়দরাবাদের হইয়া একটুকুও প্রচার করে নাই, পক্ষান্তরের নেতাদের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া তাহার শত্রুতাই করিয়াছে তাহারা ও আজ স্বীকার না করিয়া পারিতেছে না জাগ্রত জনশক্তির অগ্রগতির ইতিহাসকে। বিদেশী লগ্নিপুঁজির অধীনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেশীয় পুঁজি সামন্ততন্ত্র ঘেঁষা হইতে বাধ্য এবং বিংশ শতাব্দীর সামন্ততন্ত্র ও বিশ্বপুঁজিবাদের সংস্পর্শে অনেকটা পুঁজিবাদ ঘেঁষা বলিয়া নিজেদের মধ্যে বিভেদ থাকা সত্বেও বর্ত্তমানে উভয়ে উভয়ের বন্ধু। সেইজন্য পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্র যেমন সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থাকে বিলোপ করিতে অনিচ্ছুক, সামন্ততন্ত্র ও ভারতীয় রাষ্ট্রকে স্বীকার না করিয়া পারে না। এই দ্বিসম্বন্ধের সমন্বয়ের উদ্দেশ্যেই নিজামকে কেবল মাত্র ভারতীয় রাষ্ট্রের অধীনে আনার কথা নেতারা বলিতেছেন, সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করিবার কোন কথা তাঁহারা বলিতেছেন না, তা সেই উদ্দেশ্যে কোন কাজও করিতে পারেন না। প্রজাসাধারণের দাবী দাওয়ার কোন সমাধানই হইবে না হায়দরাবাদের ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত সংযুক্ত হইবার ফলে। এই কথা আজ ভালভাবে বুঝিবার এবং বুঝাইবার দিন আসিয়াছে; কারন পুঁজিবাদী কংগ্রেসী সরকার হায়দরাবাদের শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীর সংগ্রামকে নিজেদের স্বার্থের অনুকুলে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছেন

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হায়দ্রাবাদের প্রজাসাধারণের সংগ্রাম সারা ভারতের ★ গণ আন্দোলনের আঘাতে জয়ী হোক ★

নেতাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের বয়স হল এক বছর। এই সময়ের মধ্যে কি আমরা পেলাম, আমাদের ইপ্সিত পথে কতদূর এগুলাম তার হিসাব নিকাশ নিশ্চয়ই করতে হবে কারণ তার ওপরই নির্ভর করবে ভারতীয় জনসাধারণের ভবিষ্যত কার্য্যপদ্ধতি। দীর্ঘ ষাট বৎসর যা পাবার আশায় আমরা বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলাম তার সব কিছুই কি পেয়েছি? যদি পেয়ে থাকি তাহলে সকল রকমে সাহায্য করে শক্তিশালী করে তুলতে হবে আজকের ভারতীয় রাষ্ট্রকে। আর যদি না পেয়ে থাকি বা পাবার সম্ভাবনা ভবিষ্যতে না থাকে তাহলে নোতুন করে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমাদের আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্য নোতুন করে সংগ্রাম করতে হবে বর্ত্তমানের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিতে সব কিছুকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিচার বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত পথই গ্রহণ করতে হবে। দেশকে, জাতিকে ভালবাসি বলেই তার যত কিছু রোগ তা নিরাময় করে তাকে সুস্থ সবল করে গড়ে তুলতে হবে; কেউ যদি তার প্রতিবন্ধক হয় তা সে যতই প্রিয়, যতই

কোন পথে

শক্তিশালী, যতই মনী, গুণী, জ্ঞানী হক না কেন তাকে সরিয়ে দিতে হবে চলার পথ থেকে। সবল হাতে রাষ্ট্রের হাল ধরতে হবে—জনসাধারণের শতকরা ৯০ জনের উন্নতির কথা ভাবতে তাদের দুঃখ দূর করতে হবে তাতে যদি শতকরা ১০ জন নিঃস্ব হয়, মারা পড়ে, পড়বে। কষ্ট পাবার ভয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না। জাতির জীবন বাঁচাবার জন্য রুগ্ন ক্ষতযুক্ত প্রত্যঙ্গকে প্রয়োজন হলে কেটে বাদ দিতে হবে। এই দৃষ্টি ভঙ্গি ও দায়িত্ব নিয়েই নেতাদের বিচারে বসতে হবে। এ কঠোরতা অহেতুক নয়, ভালভাবে মানুষের মত বাঁচবার প্রয়াসে।

ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসী লড়েছিল স্বাধীনতা পাবার আশায়। স্বাধীনতা বলতে চাষী বুঝেছিল জমিদারী জোতদারী প্রথার উচ্ছেদ হবে জমির মালিক হবে মেহনতকারী চাষী নিজে; শ্রমিক ভেবেছিল কল কারখানাতে তাদের শোষণ করা হবে না, ন্যায্য পারিশ্রমিক তারা পাবে, মধ্যবিত্ত আশা করেছিল বেকার সমস্যার শেষ হবে, চাকুরীর স্থায়ীত্ব থাকবে এক কথায় দরিদ্র জনসাধারণ সুখে সচ্ছন্দে খেয়ে পরে মানুষের মত বাঁচতে চেয়ে ছিল। তাদের সাধের স্বপ্ন, স্বাধীন ভারতবর্ষ ছিল তাদের কাছে পূর্ণ স্বাধীন, প্রকৃত গণতন্ত্রী, সুখী মানুষের দেশ, পুলিশি জুলুম সেখানে থাকবে না আর কোন রকমের শ্রেণী শোষণ, না বিদেশী পুজিপতিদের, না দেশী টাটা, বিড়লা, ইস্পাহানির।

এর কতটুকু আমাদের মিলেছে? বিদেশী শাষনকে আমরা চেয়েছিলাম ভারত থেকে বিদায় করতে। ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতায় কতটুকু আমরা পেয়েছি। কিন্তু শুধু কি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম আমরা, শোষণের বিরুদ্ধে নয়? বিদেশী শাসন গেলেও শোষণ যে আজও সমানে অক্ষুন্ন রয়েছে। আজও কোটী কোটী টাকা মুণাফা সুধে নিয়ে যাচ্ছে বৃটীশ পুজিপতিরা দরিদ্র ভারতবাসীর বুকের রক্তকে জল করে দিয়ে, আজও ইংরাজ মালিকের সদম্ভ পদচালণায় কলকাতার ক্লাইভ ষ্ট্রীট কাঁপে, গঙ্গার ধারে ধারে চটকল গুলির শতকরা ৮০ টার বেশীর মালিক ইংরাজ কোম্পানী। শুধু তাই নয় একদিন তবু ভারতীয় জনসাধারণ বুঝত তাদের একমাত্র প্রত্যক্ষ শত্রু বিদেশী মালিক আজ আর তা নেই—বিদেশী মালিকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে দেশী ধণিক শ্রেণী। একজনের বদলে শত্রু হয়েছে আর দুজন। অর্থনৈতিক পরাধীনতার শিকলে বাঁধা থাকলে পূর্ণ স্বাধীনতা যে মিলতে পারে না একথা নেতারা জানেন ভাল ভাবেই। তাই ক্ষমতা পাবার আগে বহুবারই তাঁরা বক্তৃতামঞ্চ কিংবা কংগ্রেসের সভাপতির আসন থেকে ঘোষণা করেছেন বিদেশী পুজিকে বাজেয়াপ্ত করা হবে অথচ ক্ষমতা পাবার পর বাজেয়াপ্ত করা দূরে থাকুক নোতুন করে পুজি খাটাতে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভারতে নিযুক্ত পুজি হু হু করে বেড়ে চলেছে, দেশী বিদেশী পুজিপতিদের মিলিত কল কারখানা গড়ে উঠেছে একের পর এক, যে সমস্ত বিদেশী কল কারখানার 'লীজ' ফুরিয়ে যাচ্ছে ব্যবসা করার, নোতুন করে তাদের 'লীজ' দেওয়া হচ্ছে অবাধ প্রতিযোগিতার নামে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদী পুজিবাদীর শোষণের যাঁতা কলে পিষে মারার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে অটোম্যান সাম্রাজ্য ইউরোপের ক্ষতস্থানে পরিণত হয়েছিল, মহাচীন দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্রের দেশ, মালয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কুলির দেশে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে। ইতিহাসের এই শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করলে আমাদের বেলায় ও একই অবস্থা দেখা দেবে।

চাষীর আশা জমিদারী জোতদারীর অবসান আর তার নিজের হাতে জমির মালিকানা আজও সফল হয় নি। এক বছরের মধ্যে কোন প্রদেশেই জমিদারী প্রথার বিলোপ ঘটে নি। যে বিহারের কথা চিৎকার করে ঘোষণা করা হয়েছিল সারা ভারতে তাও আজ আইনে পরিণত হয় নি। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে ১৯৫৫ সালের আগে জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু করা হবে না। জমিদারীর ক্ষতিপূরন হিসাবে দরিদ্র জনসাধারণের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে অর্জিত কোটী কোটী টাকা খেসারৎ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে জমিদারের অথচ ঋণগ্রস্ত চাষীকে বাঁচাবার জন্য বিনাসুদে কৃষি ঋণ দেওয়া, চাষের যন্ত্রপাতি, বীজ প্রভৃতি, সরবরাহের কোন কার্য্যকরী কর্ম্মপন্থাই গ্রহণ করা হয়। জমির মালিকানা সত্ব চাষীর হাতে দেওয়ার বদলে ভূমিব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য কৃষক যতবার আন্দোলন করেছে ততবারই তাকে জোরে স্তব্ধ করা হয়েছে। যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, বাংলার চাষীদের তাজা রক্তে লাল করে দেওয়া হয়েছে ভারতের মাটি, ভস্মিভূত করা হয়েছে সংগ্রামী কৃষকের বাস্তুভিটা, আর ধর্ষিতা হয়েছে তাদের বয়স্থা কন্যা কিংবা স্ত্রী। লালজুজুর কথা বলে একে এড়িয়ে গেলে চলবে না। জমিদার জোতদারদের হয়ে নিরীহ চাষীর বুকে গুলি

(৪র্থ পৃঃ দেখুন)

কথা প্রসঙ্গে

"আমি চোরাকারবারীদের মোটেই দোষ দেই না। লোকে চোরাবাজারের দরে জিনিষপত্র খরিদ করে কেন? আজকাল এত ধর্ম্মঘটের কথা শুনা যায়, ক্রেতারা একবার ধর্ম্মঘট করে না কেন?" বলুন দেখি এ বক্তৃতা কার। নিশ্চয় ভাবছেন আদালতে অভিযুক্ত কোন চোরাকারবারীর উকিল মক্কেলের পক্ষে সওয়াল করছেন। ব্যাপারটা অবশ্য একজন আইনজ্ঞের কথা তবে তিনি চোরাকারবারীর উকিল নন; তিনি হচ্ছেন আমাদেরই পশ্চিমবাংলা প্রদেশের প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু। কংগ্রেসী লাট রোটারী ক্লাবে 'স্বাধীনতা ভোজে' তৃপ্ত হয়ে বাংলার নিঃস্বপ্রায় মেহনতকারী জননাধারণকে চোরাকারবার বন্ধ করবার জন্য ধর্ম্মঘটের উপদেশ দিয়েছেন। এই না হলে জনপ্রিয় কংগ্রেসী সরকারের প্রাদেশিক লাটকে মানায়! কিন্তু আমাদের যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে—রোটারী ক্লাবে স্বাধীনতার আনন্দ উপলক্ষে দ্রব্য বিশেষের Rotation টা একটু জোরেই চলেছিল কিনা ভাববার কথা নয়ত এমন চমৎকার উপদেশ কি সহজে মগজ থেকে বের হয়!

* * *

"More profit to bring more wage"—আহা এমন দিন কি হবে শ্যামা? আরে রামঃ শ্যামার কথা নয় এটা, সুতরাং শ্যামা জবাব দেবে কি করে? ১৯শে আগষ্ট তারিখে এলেনবারি মজদুর কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা। যাক মাইনে বাড়াবার এবার সোজা উপায় বাৎলে দিয়েছেন কংগ্রেসের সভাপতি। মালিকদের লাভের অঙ্ককে বাড়িয়ে তুলতে পারলে যদি মাইনে বাড়ে তাহলে এবার থেকে সেই চেষ্টা করতে হবে। তবে ব্যাপার দেখে ভরসা পাওয়া যায় না এই যা। ৬ মাসে ১০০ কোটি টাকার ওপর লাভ করেছে কাপড়ের কলওয়ালারা তাতে মজুরদের কত মাইনে বেড়েছে তার কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের হয় নি। বড় বড় নেতারা বা তাঁদের ভাইপো, ভাগ্নের দল যদি কিছু পেয়ে থাকেনত বলা যায় না। বাংলাই কংগ্রেসী নেতাদের মাথার ঠিক আছে ত? সুরেশবাবু ডাক্তার; সুতরাং physician heal thyself এই কথা ছাড়া বলার আর কি আছে। নয়ত দিন ফুরিয়ে আসবে একসঙ্গে বেশী লোভ করলে।

* * *

"শ্রমিকদের মজুরি যদি বাড়ানো হয় তবু তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য তাহারা ক্রয় করিতে পারিবে না। তাহারা যদি কোয়ার্টার দাবী করে, কর্তৃপক্ষ কোয়ার্টার দিবে কোথা হইতে? বাজারে সিমেণ্ট ও লোহা লক্কড় নাই। সুতরাং রামরাজ্যের জন্য শ্রমিকদের প্রাণপাত করিতে হইবে"—পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের বার্ণ ও জেসফ কর্ম্মচারীদের সভায় বক্তৃতা। তাত বটেই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে শ্রমিকদের প্রাণপাত করার দরকার আছে কিন্তু মালিকদের কিছু নেই। আর বেচারীরা পাবে কোথায়? বাজারে না আছে ভাত, কাপড়, না আছে লোহা লক্কড়। মালিকদের প্রাণে কি কম ব্যাথা শ্রমিকদের সাহায্য করতে না পারায়। আর মাইনে বাড়ালেও যখন জিনিষ পত্র কেনা মজুরদের পক্ষে সম্ভব নয় তখন মাইনে বাড়িয়েই বা কি হবে? জননেতা ও জনপ্রিয় মন্ত্রী হইয়া কি কম ঝক্কির কাজ। এত করেও যদি জনসাধারণ গালাগাল দেয় বড়লোকদের দালাল বলে তাহলে দুঃখ রাখবার জায়গা আর থাকে কোথায়?

SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
(West Bengal State Committee)
48, Dharamtola Street, Calcutta-13.

★ সোবিয়েৎ দেশাত্মবোধের বিশেষত্ব ★

'জাতীয়তাবাদ' 'দেশাত্মবোধ' প্রভৃতি কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিয়ে আমাদের দেশে বহু পরস্পর বিরোধি মত আছে; শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোন আদর্শই এক সাথে মালিক কিংবা শ্রমিক দুই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করিতে পারে না। তাই দেখা যায় একদিকে যথন আমাদের দেশের কায়েমী স্বার্থ জাতীয়তাবাদ কিংবা দেশাত্মবোধের নামে জনসাধারণের উপর শোষণ ও শাষণ চালাইতেছে, শোষিত জনসাধারণ তখন শোষণ অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্য নূতন দেশাত্মবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতেছে।

মেহনৎকারী জনসাধারণের নিকট সত্যিকারের দেশাত্মবোধ কিংবা জাতীয়তাবাদ বলিতে কি বোঝায় তাহা রুশ ফেডারেশনের শিক্ষাসচিব এ, ভজ্‌নেসেন্‌স্কির এই প্রবন্ধ হইতে পরিষ্কার বোঝা যাইবে। মেহনৎকারী জনসাধারণের একমাত্র স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাজ্য সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে দুনিয়ার ধনবাদী রাজ্যগুলো নানাপ্রকারের কুৎসা রটাইলেও শোষিত জনসাধারণ সোভিয়েত্‌কে জানে—সোভিয়েত্‌ রাশিয়ার দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি আদর্শের রূপ কি তাহাই এই প্রবন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমাদের দেশের জনসাধারণকে ইহা বিশেষভাবে সাহায্য করিবে আশা করা যাইতেছে। (সঃ গঃ)

দেশের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দেওয়ায় এক মহান তৃপ্তি আছে। দেশ প্রেমে অনুপ্রানিত হইয়া মানুষ বীরোচিত কার্য্য করে প্রাণ বলি দেয়।

ধনিকতন্ত্রী সমাজে সকলের হৃদয়ে কিন্তু এই দেশপ্রেম নাই। শাষক শ্রেণীর দেশপ্রেম সাধারণতঃ আসল জিনিষ নয়। যথনই তাহাদের নিকট ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মাতৃভূমির স্বার্থের সংঘাত দেখা যায় তাহারা প্রথমটির দ্বারাই বশীভূত হয়। শোষক শ্রেণীর মধ্যে দেশদ্রোহিতা অতি সাধারণ ব্যাপার। মেহন্নৎকারী জনগণের পক্ষে তাহাদের "জাতীয়" জীবনের অনেক কিছু বিশেষত্বই ভাল লাগেনা, ভাল লাগার কথাও নয়। কিন্তু তবু তাদের দেশপ্রেমে কোন ভেজাল নাই। দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা মাতৃভূমি স্বাধীন করিবার জন্য, গৌরবান্বিত করিবার জন্য আন্দোলন করে। এই জন্যই ইতিহাসে দেশপ্রেমিক হিসাবে যাঁহাদের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে তাঁহারা সকলেই জনগণের প্রতিনিধি, মানবহিতৈষী ও প্রগতির পূজারী। তাঁহাদের দেশপ্রেমের দুইটি প্রধান বিশেষত্ব:—জনগণে ও জনগণের শক্তিতে অবিচল বিশ্বাস এবং শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরোধিতা।

সোবিয়েৎ দেশপ্রেম সম্পূর্ন অন্যধরণের; উহা অভিনব এবং আরও উচ্চাঙ্গের। উহা বিনাসর্ত্তে দেশকে ভালবাসা নয়। **সমাজতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থা** ও সোবিয়েৎ **রাষ্ট্রের** প্রতি, কম্যুনিষ্ট পার্টির আদর্শের প্রতি আনুগত্য হইল সোবিয়েৎ দেশপ্রেমের অন্যতম বিশেষত্ব। **সোবিয়েৎ মাতৃভূমি বলিতে শ্রমিকরাজই হইল প্রধান কথা।** বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার অপেক্ষা সোবিয়েৎ সমাজব্যবস্থা যে অনেক উচ্চশ্রেণীর বুর্জোয়া নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ অপেক্ষা সোবিয়েৎ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ যে অনেক উচ্চদরের' এই সত্যের উপলব্ধিই সোবিয়েৎ দেশাত্মবোধের রূপ লইয়াছে। সোবিয়েতের প্রত্যেক অধিবাসী জানে যে সোবিয়েৎ জনগণ জগতে যে নূতন সমাজের জন্ম দিয়াছে তাহা অভূতপূর্ব ও অতুলনীয় এবং ভবিষ্যতে যুগ যুগ ধরিয়া বিস্মৃত হইতে পারিবেন।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশকে নাৎসী-কবল মুক্ত করিতে গিয়া সোবিয়েতের লক্ষ লক্ষ সৈনিক বিদেশে গিয়াছিল। ঐ সকল দেশের সামাজিক পরিস্থিতির সহিত চাক্ষুষ পরিচয় তাহাদের জাতীয়তা বোধকে আরও দৃঢ় করিয়াছে কারণ ধণতান্ত্রিক সমাজের তুলনায় সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ তাহারা পাইয়াছে ক্রামনোদার অঞ্চলের বুদেনি যৌথ খামারের নায়ক তারাস ওভচেরেংকোব একটি পত্র সম্প্রতি প্রাভদায় ছাপা হইয়াছে। সৈনিক হিসাবে রুমানিয়া, হাঙ্গারী, অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানী ঘুরিয়া অসিয়া তিনি লিখিতেছেন:—"এই সব দেশে দেখলাম বড় বড় উর্বর আবাদী জমি রয়েছে কিন্তু তাতে চাষীদের কোন লাভ নেই; ভাল জাতের গরু ঘোড়া দেখলাম, কিন্তু সেগুলো জমিদার আর কুলাকের সম্পত্তি। ভাল ভাল যন্ত্রপাতি দেখলাম কিন্তু সেগুলো চাষীদের জমিতে কাজে লাগে না, জমিদারের জমিতে ব্যবহার হয়। ...আমাদের যদি কেউ বলে যে ও দেশের শ্রেষ্ঠ খামারের বদলে আমি আমাদের খামার বিক্রী করতে রাজী কিনা, আমি বলব, 'না'। তার কারণ এই যে আমাদের দেশের খামারে যারা খাটে তাদেরই পূর্ণ অধিকার চিরদিন। জমি পেতে আমাদের পয়সা দিতে হয় না। আমাদের প্রভু আমরাই। এই জন্যই সোবিয়েৎ জনগণের কণ্ঠে এই কথাই ধ্বণিত হয় যে পৃথিবীতে আমাদের দেশ ছাড়া এমন দেশ আর কোথাও নেই যেথানে মানুষ এমন গর্বিত চরণ ফেলে চলতে পারে।

সোবিয়েতের নব্য সমাজকে সোবিয়েতের জনগণের প্রাণ দিয়া ভালবাসিবার আর একটি কারণ হইল যে স্বদেশের ও বিদেশের ধণিকশ্রেণীর প্রদত্ত অসংখ্য বাধা বিপত্তিতে অতিক্রম করিয়া প্রচণ্ড পরিশ্রম করিয়া তাহারা এই সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে।

সমাজের প্রগতি যে সমাজতন্ত্রে গিয়া পরিণতি লাভ করিতে বাধ্য, বিশ্বমানবের ভবিষ্যৎ যেসমাজতন্ত্ররূপে দেখা দিবে এই সত্যকে সোবিয়েৎ জনগণ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। সোবিয়েৎ দেশাত্মাবোধের ইহা আর একটি কারণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিশ্বমানবের অন্যতম শত্রু ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করার ব্যাপারে সোবিয়েৎ জনগণই প্রধান অংশ লইয়াছে এবং বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 'কাজে' তাহারা নেতৃত্ব করিতেছে, এই উপলব্ধি তাহাদের জাতীয় গর্বে আরও মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে।

সোবিয়েৎ দেশত্ববোধের আর একটি বিশেষত্ব হইল বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও বুর্জোয়া বিজ্ঞানকে সর্ব্বদা পরিহার করিয়া চলা। সকল প্রকার অন্যায় বৈষম্য বিবর্জিত সে সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা তাহারা করিয়াছে সেই লেলিনবাদই তাহাদের দেশত্ববোধকে বিশিষ্ট রূপে দিয়াছে। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে ধণতান্ত্রিক সভ্যতার বিজ্ঞান সাফল্যের সব কিছুকে অস্বীকার করা হইতেছে।

সোবিয়েৎ দেশাত্ববোধের আর একটি বিশেষত্ব হইল যে উহা জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তার মহা মিলন ঘটাইয়াছে। স্তালিনের ভাষায়:—"সোবিয়েৎ দেশাত্মবোধ আমাদের দেশের জাতিগুলির মধ্যে বিভেদ আনে নাই, তাহাদের ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে এবং একটি বিরাট সোহার্দ্দ্যমূলক পরিবার গড়িয়া তুলিয়াছে"। সোবিয়েৎ দেশাত্ববোধ বিভিন্ন জাতির নিজস্ব বৈশিষ্টের কথা অস্বীকার করে না বরং সেই বৈশিষ্ট্য গুলিকে জাতীয় ঐতিহ্য অনুসারে আরও বিকশিত করিয়া সেগুলিকে সমাজতন্ত্রীগুণে ভূষিত করে। শ্রেষ্ঠ জাতীয় ঐতিহ্য ও দেশব্যাপী সমাজতান্ত্রিক সাফল্য, এই দুইটিকে একত্র করিয়া সোবিয়েৎ দেশাত্মবোধ গজাইয়া উঠিয়াছে।...শ্রেনী সংঘাত বিশিষ্ট সমাজে সোবিয়েৎ ধরণের দেশাত্মবোধ জন্মিতে পারে না। সোবিয়েৎ দেশপ্রেম ভাবুকের স্বপ্ন নয়, তাহা সর্ব্বদা সক্রিয়। উহা সর্ব্বদা কম্যুনিজমের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ৫-সাল পরিকল্পনা ৪ বছরে সমাপ্ত করিবার জন্য তাহারা যে অপ্রাণ পরিশ্রম করিতেছে, তাহা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ।... (টাস)

• লেখক—এ, ভজ্‌নেসেন্‌স্কি •

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রিয় কমিটীর গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন গত ২৩শে আগষ্ট হইতে ২৬শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ ঘণ্টা ব্যাপী অধিবেশনে বিভিন্ন সাগঠনিক সমস্যা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকের রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সংগঠন কমিটির রিপোর্ট, বিভিন্ন প্রাদেশিক এবং জেলা কমিটির রিপোর্ট প্রভৃতির উপর আলোচনা হয়। অধিবেশনে গৃহীত সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিকে শীঘ্রই বিভিন্ন ইউনিট গুলিকে জানানো হইবে।

ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনে শ্রমিকদের মুনাফা বোনাস

কম্পানীর বাৎসরিক মুনাফা প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা

শ্রমিকদের মুনফা বোনাস মাত্র ১৮ দিনের মাহিন

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

ঘাটশীলা (বিহার)— ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন কম্পানীর (মৌভাণ্ডার) কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ১৯৪৭ সালের মুনাফা বোনাস ঠিক করিয়াছেন মাত্র ১৮ দিনের মাহিনা। গত ৫ বৎসর ধরিয়া কম্পানীর মুনাফার হার যাহাই হোক না কেন শ্রমিকদের বোনাস একই হারে দেওয়া হইতেছে। ১৯৪৬ সালে কম্পানীর নেট মুনাফা হইয়াছিল প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৭ সালে মুনাফা প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা। মুনাফার এই বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বোনাসের হার একই রাখিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। শ্রমিকেরা এই হারে বোনাস নিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং কর্তৃপক্ষের এই দুর্নীতিমূলক আচরণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের মনে প্রচণ্ড অসন্তোষ জমিয়াছে। কংগ্রেসী সরকার মালিকের এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে (যদিওসরকারের কাছে কোম্পানীর সমস্ত হিসাব পত্র আছে) কোনও প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। স্থানীয় জাতীয় ট্রেড্‌ ইউনিয়ন কংগ্রেস তাহাদের চরিত্রগত অভ্যাস বসেই এই ব্যাপারে উদাসীন থাকিয়া শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী কার্য্য করিতেছে।

কোন পথে

(২য় পৃঃ পর)

চালনা ইংরাজী আমলে যেমন চলেছিল আজও ঠিক তেমনি চলছে বরং কিছু উগ্রভাবে। এই অবস্থায় চাষী কিছুতেই ভাবতে পারে না রাষ্ট্র তাদের নিজের রাষ্ট্র, নেতারা তাদের ভার করবেন। আর ভাবতে পারে না বলেই বড়া-কমলাপুর আর ডোঙ্গা-জোড়ায় মালাবার আর অন্ধ্রে, চেরু-পুঝায় আর ওনাচিয়ামে, গজাম আর বামরায় নিরস্ত্র শান্ত চাষীদের প্রাণ দিতে হয়েছে।

শ্রমিক চেয়েছিল কল কারখানা হবে জাতীয় সম্পত্তি, শোষণ সেখানে থাকবে না, ন্যায্য পারিশ্রমিক তারা পাবে। ব্যর্থ হয়েছে তাদের সে আশা। শিল্পকে জাতীয় করণ করা বন্ধ হয়েছে ১০ বছরের জন্য। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আর দেশী টাটা বিড়লা রাজ অবাধে চালু রয়েছে সেখানে। আগে তবু মজুর তার দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘটের আশ্রয় নিতে পারত আজ তা বে-আইনী করে দেওয়া হয়েছে, তাকে আপোষ আলোচনার পথে নিয়ে গিয়ে ধণিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সালিশীর মারফত মাসের পর মাস শ্রমিককে মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রেখে তার দাবীকে পদদলিত করা হচ্ছে, শিল্পে শান্তির শ্লোগান তুলে, শ্রমিককে উৎপাদন হ্রাসের একমাত্র কারণ বলে নির্দেশ করে, পুলিশের সাহায্যে তাদের সংহতিকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া হচ্ছে অথচ যে মালিক শালিশীর রায় মানে না, শিল্পে শান্তি ব্যহত করার উদ্দেশ্যে অকারণে ছাঁটাই করে, তাকে শাস্তি দেবার কোন ব্যবস্থাই হয় নি। শ্রমিক যখনই নিছক প্রাণের দায়ে ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছে তখনই চলেছে গুলি, চলেছে লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস। এক বছরের ইতিহাসে নেতাদের শ্রমিকদের ওপর গুলিচালনার রেকর্ড বেশ ভারী। প্রায় ২০ টি ক্ষেত্রে তাঁদের আদেশে নিহত হয়েছে শতাধিক শ্রমিক অথচ পুঁজিপতিদের বিচারের কোন প্রমাণই নেই। এই ফ্যাসিবাদী বর্বর আক্রমণেও সন্তুষ্ট না হয়ে ভেতর থেকে সমানে চেষ্টা চলেছে শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ওয়ার্কস কমিটির সাহায্যে। এর জন্যই কি শ্রমিক শ্রেণী জাতীয় সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল ?

মধ্যবিত্ত চেয়েছিল চাকুরীর স্থায়িত্ব, বেকার সমস্যার সমাধান। আজও গ্রাজুয়েট ছেলের চাকুরীর অভাবে ফুটপাতের ওপর ছোট এতটুকু পানের দোকান খুলতে হয়, আরও ভাগ্যহীনদের ভাত জোটে না, চাকুরীর ওমেদারীতে ঘুরে ব্যর্থতা বরণ করে আত্মহত্যা করে দুঃখ ঘোচাতে হয়। চাকুরীর স্থায়িত্ব ও তেমনি। হাজার হাজার ছাঁটাই চলেছে ব্যয়সঙ্কোচের অজুহাতে অথচ দিনের পর দিন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। নিম্ন মধ্যবিত্তদের ছেলেরা বরখাস্ত হচ্ছে একদিক দিয়ে অন্যদিক থেকে নেতাদের মানীগুনী ব্যক্তিদের আত্মীয় পরিজনেরা উচ্চ হতে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষে দিল্লীর সেক্রেটারীয়েটে ১৯৩৯ সালে যেখানে সেক্রেটারী, এডিসনাল-সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ডেপুটী সেক্রেটারী, আণ্ডার সেক্রেটারী, সুপারিনটেনডেণ্ট এসিষ্টেণ্ট চার্জের মোট সংখ্যা ছিল ১১৮। আজ বিভক্ত ভারতবর্ষে তা উন্নীত হয়েছে ৭৪৯ তে। অর্থাৎ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৬½ গুন অথচ নিম্ন পদস্থ কর্মচারীদের ছাঁটাই রোজই চলেছে।

সুখে সচ্ছন্দে খাওয়া পরার স্বপ্ন—স্বপ্নই থেকে গেল। জিনিষপত্রের ক্রমঊর্দ্ধগতি সমগ্র শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীগুলিকে অনাহারের মুখে ঠেলে দিয়েছে। চাল ২৫৲ টাকা মন কোথাও কোথাও ৬০৲। মাছের মধ্যে কুচো চিংড়ি ৩৲ সের তরিতরকারী অগ্নিমূল্য, দুধ সাধ্যাতীত, ঘির নাম শোনা যায়, চোখে কদাচিত পড়লেও চেখে দেখার সৌভাগ্য হয় না—খাওয়ার হল এই হাল। আর কাপড় চোপড়ের দাম বেড়েছে গড়ে ৩ গুণ সুতরাং রেলষ্টেশনের মত সাধারণ স্থানেও মেয়েদের লজ্জায় মাথা খেয়ে দিন গুজরাতে হয়। এই হল আমাদের পরনের চাল। হাল চাল আমাদের স্বাধীনভারতে এই অবস্থায় চলছে, এ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রদেশবাসিরা চোরা কারবারিদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘটের উপদেশ দেন, মন্ত্রীরা উৎপাদন বাড়াতে বলেন। আমরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করি; আমাদের মাইনে বাড়ে ১ গুণ, জিনিষপত্রের দাম বাড়ে ৫ গুণ। হতাশ হয়ে নেতাদের দিকে তাকালে ভবিষ্যতের সোনার দেশের ছবি দেখান, বর্ত্তমানের শিশুরাষ্ট্র, কাশ্মীর, হায়দরাবাদ আর বস্তুহারাদের সমস্যার কথা শুনি, ধমক খাই। চুপ করে থাকি অথচ কোন সমস্যার সমাধান দেখি না। চোরা কারবারীরা কেথোও ফাঁসিতে চড়েছেন বলে জানা যায় নি তবে মন্ত্রীত্বের গদিতে চড়েছেন সেটা দেখা যাচ্ছে।

গণতন্ত্র কেঁদে মরে। পুলিশরাজের দৌরাত্মে গণতন্ত্রী ভারতবর্ষের অপমৃত্যু ঘটেছে। ১৪৪ ধারা, কালা কানুনের জোরে সভা সমিতি বন্ধ, শোভাযাত্রা বেআইনী, নেতাদের অপকীর্তির সমালোচনার জন্য সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ, প্রগতিমূলক নাটকের অভিনয় বন্ধ, শত সহস্র বামপন্থী কর্ম্মী কারারুদ্ধ ও অন্তরিত। সবই নাকি শিশুরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে আবশ্যিক। অথচ রাষ্ট্র শিশু নয়; যে রাষ্ট্রযন্ত্রদ্বারা বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘ দিন ধরে ভারতবর্ষকে শাসন ও শোষণ করে এসেছে তার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নি, একই আইন চালু রয়েছে, একই পুলিশ-বাহিনী সৈন্যদল, আমলাতন্ত্র আগের নীতিতে দেশ শাসন করে চলেছে। নেহেরু সরকার শিশু হতে পারে কিন্তু তাতেই রাষ্ট্রের শৈশবের প্রমান মেলে না। রাষ্ট্র আর সরকার এক নয়। সামন্ততন্ত্রের যুগে যে নীতি ছিল—King can do no wrong, ফ্যাসিষ্ট হিটলার যে কথা তারস্বরে ঘোষণা করেছিল—The state can do no wroug সেই একই নীতি অনুসরণ করে একালের সমাজতন্ত্রী (?) পণ্ডিতজী আজ বলছেন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যক্তির প্রয়োজনকে, স্বাধীনতাকে দরকার হলে বলি দিতে হবে।' অথচ রাষ্ট্র আজ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, পুঁজিবাদী শোষণ যার মূলমন্ত্র। পুঁজিবাদী শোষণকে স্বীকার করে নিয়ে পূর্ণ গণতন্ত্রী স্বাধীন জনসাধারণের রাষ্ট্রের কথা বলার উদ্দেশ্য মিথ্যা প্রচারে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে পুঁজিপতিদের দালালী করা। আজকের ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের পথে।

সাধারণ ভারতবাসী এই অবস্থা স্বীকার করতে পারে না; করলে আত্মহত্যার সামিল হবে। মানুষের মত খেয়ে পরে সুখে শান্তিতে বাস করতে হলে চাই এর প্রতিকার। তার একমাত্র উপায় নেতাদের আশ্বাসের মোহবন্ধ হতে মুক্ত হয়ে আপন আপন সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রাম। চাষীকে লড়তে হবে কৃষক সভার মধ্যদিয়ে। স্বামী সহজানন্দ ও কম্যুনিষ্ট পার্টির এ বিষয়ে বিরোধ সে জানতে চায় না, জানতে চায় না, সে চায় তার ঐক্যবদ্ধ সংহত ফ্রন্ট। কম্যুনিষ্ট পার্টী বা স্বামিজী যদি তা না পারেন তাহলে তাঁদের বিদায় নিতে হবে। এ দাবী এখনকার দাবী। মিমাংসা এর চাই এখনই। শ্রমিক ও কেরানী মধ্যবিত্ততে আই-এন-টি ইউ-সির সম্পর্কে দুর্বলতা ত্যাগ করে এ-আই-টি-ইউ-সির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করতে হবে। আজও যদি এসম্বন্ধে মন স্থির করতে

মালয়ে গণ-অভ্যুত্থান

(৫ম পৃঃ পর)

হত্যা করে চলেন স্বাধীনতাকামী মালয় বাসীদের, অষ্ট্রেলিয়ার মন্ত্রিসভা অস্ত্রশস্ত্র পাঠায় মালিকদের সমর্থনে, মার্কিন অর্থ ও অস্ত্রে সজ্জিত বৃটীশ ও গুর্খা সৈন্যের দল অত্যাচার ও নিষ্পেষনের নোতুন অস্ত্রে সারা দেশকে ভাসিয়ে দেয়। প্রত্যেক দেশের পুঁজিবাদী শক্তি আজ একসূত্রে আবদ্ধ প্রত্যেক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র আজ ইঙ্গমার্কিন নেতৃত্বাধীনে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেষ্টিত। তাই ভারতবর্ষের যে শ্রমিক আজ সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য কারাবরণ করে তার সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার ডক শ্রমিক যে মালয়বাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের বিরোধিতা করছে তার সংগ্রামের মৌলিক প্রভেদ নেই—সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম উভয়ের। যে কারনে ভারতে কম্যুনিষ্ট দলন, তাদের বেআইনী দল বলে ঘোষনা, সেই একই কারনে আমেরিকায় সাম্যবাদী নেতাদের গ্রেপ্তার ও মালয়ে মুক্তিসংগ্রামের সংগঠক ও চালক দলগুলিকে বে-আইনী করে দেওয়া। এই সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করতে হবে। সংগ্রামী জনতাকে নিয়ে তা করতে না পারলে শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীগুলির বাঁচবার উপায় নেই। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘ ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলছে সারা আকাশ, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে শেষ শ্রেণী-সংগ্রাম রূপ নিতে চলেছে দ্রুত প্রত্যেক দেশের পুঁজিবাদী শক্তি তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—জনশক্তিও।

আগামী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহেন্দ্রক্ষণ অথচ তার প্রস্তাব আজ কোথায় ? সর্বহারা ঐক্য ফ্রন্ট গঠন ত দূরের কথা গণতান্ত্রিক ঐক্যের ভিত্তিতে বামপন্থী শক্তিগুলিকে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের মারফৎ একত্রিত করার কোন কার্য্যক্রম গৃহিত হল না আজও। বাঁচতে হলে তাকে রূপ দিতে হবে শ্রমিক, কৃষক, নিম্ন, মধ্যবিত্ত শ্রেণী উপশ্রেণীকে। তার আহ্বান আমরা জানাই তাদের।

না পারা যায় তা হলে নাৎসী বর্বরতা ও অত্যাচারের সাক্ষাৎ মিলতে দেরী হবে না। আর সর্বত্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বিরোধী সংগ্রামী গণকমিটি গঠন করে লড়াই করে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা কবতে হবে রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করে। এই পথেই আসবে বর্ত্তমানের প্রানান্তকর অবস্থা হতে মুক্তি; আপোষের চোরাবালিতে নিশ্চিৎ ধ্বংসের পথই প্রশস্ত হবে।

মালয়ে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান

সংগ্রামী জনশক্তিকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে জনসাধারণকে ধোকা দিবার ★ প্রচেষ্টা ★

ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও চীন, ভিয়েৎনাম ও ব্রহ্মদেশ নোতুন করে মেতে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে। এত দিনের লুপ্ত এশিয়ার গনশক্তি আজ জাগছে, শোষনের শৃঙ্খল তাই ছিঁড়ছে একে একে দেশের পর দেশে। অফুরন্ত কাঁচা মালের উৎস ও সস্তা মজুরীকে শোষন করে সাম্রাজ্যবাদ যে বনিয়াদ গড়ে তুলেছে এশিয়ার বুকে তার ভিৎ আজ কাঁপছে আঘাতের পর আঘাতে। ধ্বংস তার অনিবার্য্য, কেউ তাকে রোধ করতে পারবেনা, না মার্কিনী অর্থ, না বৃটিশ কুটনৈতিক কৌশল। তাই সারা দুনিয়ার প্রতিক্রিয়া একত্রিত হচ্ছে এই সংগ্রামী গনশক্তিকে অস্ত্রবলে পিষে মারতে মিথ্যা প্রচারে সহায়হীন করে।

ইঙ্গ, মার্কিন, ফরাসী ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এর বিকৃত ব্যাখ্যা করে প্রমান করতে চাচ্ছে একে সাম্রাজ্যবাদী ডাকাতদের আক্রমন বলে; ও তার স্বরে সুর মিলিয়ে ভারত সরকার পরমানন্দে পদলেহন করে চলেছে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের। ভারতীয় তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি সানন্দে আক্রমন করে চলেছে মালয়ের এই গণ অভ্যুত্থানকে, শিশু রাষ্ট্রের শিশু প্রতিনিধি খিবি মার্শাল বেভিনের কথার ধারা ভাল করেই গ্রহন করতে পেরেছে। মালয়ের এই মুক্তি সংগ্রামে জনগনের নাকি সমর্থন নেই। কয়েকজন লাল সন্ত্রাসবাদীর কার্য্য কলাপের মধ্যেই নাকি তা সীমাবদ্ধ এই তাঁদের বক্তব্য। অথচ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পুলিসবাহিনী, গুর্খা সেনার দল এই অভ্যুত্থানকে নিশ্চিহ্ন করতে পারছেনা দেখে অনেক সামরিক অফিসার জনসাধারন সহযোগিতা করছে না বলে দুঃখ করছেন। তবুও বলতে হবে আন্দোলনের পেছনে সাধারনের সমর্থন নেই, এ হল মস্কো থেকে আমদানী করা লাল হাঙ্গামা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চুরান্ত অবস্থায় জাপানী অগ্রগতির সামনে থেকে পালিয়ে প্রান বাঁচাল বৃটীশ শক্তি, নিরস্ত্র জনসাধারনকে জাপানীদের দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়ে। হাত বদলাল দেশ শাসনে; বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নিল, এল জাপানী ফ্যাসিবাদ। জনসাধারন আশা করেছিল এশিয়াবাদী জাপান মালয়ের এসিয়াবাসীদের দিকে তাকাবে, দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিকার করে তাদের অবস্থা উন্নত করবে। ভুল তাদের ভাঙতে দেরী হল না; নোতুন করে [illegible]তর শোষনের অক্টোপাশে পিষ্ট হতে লাগল মালয়বাসী, গনতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল নগ্ন ফাসীবাদের আমলে। জনসাধারন বুঝল শোষনের বিলোপ ঘটাতে হলে শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীর নিজের হাতে ক্ষমতা গ্রহন করতে হবে সকল বাধা বিপত্তিকে জয় করে, শোষক শ্রেণীকে উৎখাত করে। একদিকে নিস্পেষনের তীব্রতা অন্যদিকে বৃটীশ শক্তির দুর্ব্বলতা জনগনে আত্ম বিশ্বাস এনে দিতে লাগল। আরম্ভ হয়ে গেল প্রতিরোধ আন্দোলন, মুক্তি সংগ্রাম জাপানী ফাসীবাদের হাত হতে পরিত্রান পাবার আশায়। জনসাধারন মেতে উঠল জাপ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে। তারপর যুদ্ধের চাকা গেল ঘুরে, জাপানী শক্তির পরাজয় ঘটল। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ প্রাকযুদ্ধ অবস্থায় শোষণ ব্যবস্থা চালু করতে চাইল কিন্তু মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে শিক্ষিত আত্মশক্তিসচেতন জনশক্তি আর ফিরে যেতে চাইল না শোষণ ব্যবস্থায়। বেধে গেল শোষক আর শোষিতের মধ্যে সংগ্রাম; মুমূর্ষু বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ নিজের বিপদ বুঝে ও দুর্বলতা দেখে আপোষ করতে চাইল। রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেও রাখতে চাইল অর্থনৈতিক শোষণে। ১৯৪৬ সালের মার্চমাসে প্রকাশিত হল মালয় সম্পর্কে এক ঘোষণা পত্র। মালয়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত করেও সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলিকে জিইয়ে রেখে বৃটীশের আবদারে একটা যৌথ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হল। মালয়ের দেশীয় কায়েমী স্বার্থন্বেষীদের সহযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদ তার পুর্ব্বের শোষণ অব্যাহত রাখলে তবে আগের মত নগ্নভাবে দেশ শাষণ করে নয়, দেশ শাসনের ভার পুঁজিপতি ও দেশীয় নরপতিদের হাতে দিয়ে পেছন থেকে অজ্ঞাত ভাবে। সংগ্রামী মালয়ের ক্ষণিকের হতচেতনতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী পরিচয়ে দিল তার শোষণের ফাঁস জনসাধারণের গলায়। কিন্তু যারা বুকের রক্ত দিয়ে হটিয়েছে জাপানী ফ্যাসিবাদকে, স্বাধীনতার আস্বাদ যারা একবার পেয়েছে সেই জাগ্রত গণশক্তি ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করল বৃটীশ রেসিডেন্ট অথবা হাই-কমিশনারের অধীনে "স্বায়ত্বশাষণ" "ষ্টেটকাউন্সিলচেম্বার" "জেনারেল কাউন্সিল" ইত্যাদি জাতীয় অভিজাত ও পুঁজিপতিদের শ্রেণীস্বার্থের রক্ষক রাষ্ট্র। মানুষের অধিকার নিয়ে মানুষের মত বাঁচতে চায় জনসাধারণ, প্রকৃত স্বাধীনতা তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই সাম্রাজ্যবাদীর দালাল শোষক শ্রেণীর শোষণের স্বাধীনতাকে তারা মানতে পারে না নিজেদের স্বাধীনতা বলে। সাম্রাজ্যবাদকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই তারা আজ তাই অস্ত্র ধরেছে।

একদিন ছিল যখন এই জাতীয় আন্দোলন ডাকাতদের কার্য্যকলাপ বললে লোকে শুনত, কেউ কেউ বিশ্বাস ও বা করত; মহাচীনের শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণী গুলির ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার বন্ধু চিয়াংয়ের সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে প্রতিক্রিয়াশীল বা সেই আখ্যায় ভূষিত করে এসেছে কিন্তু আজ তার সেদিন নেই, আজ সকলে জানে সংগ্রামের আসল কারণ, সমর্থন করে তাই এই অভ্যুত্থানকে। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাবমুক্ত প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে নেমে আসছে সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা নিজেদের দারিদ্র অসহনীয় হয়ে উঠেছে বলে। এশিয়ার দেশগুলির অধিকাংশই শিল্প অনগ্রসর, কৃষিই এখানকার উপজীবিকার প্রধান উপায়। মালয়ের লোকসংখ্যার শতকরা ৬০৭ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল অথচ মালয়ের প্রধান সম্পদ রবারের শতকরা ৮০ ভাগের বেশী সাম্রাজ্যবাদীর অধিকারে। মালয়বাসীর রক্ত চুষে বিদেশী মালিক ভরা পেটে বলনাচে বৈদ্যুতিক আলোক প্লাবিত অভিজাত হোটেলে আর দারিদ্র ও অন্নাভাবে অন্ধকার অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলপূর্ণ স্থানে দিন গুজরায় কোন ক্রমে মালয়বাসী। বৃটীশ কর্ত্তাদের তুলনায় মালয়বাসী চিনি খেতে পায় শতকরা ১৮ ভাগ, স্নেহপদার্থ ১৪, মাংস ৯, দুধ ১২ এবং শাকসব্জী শতকরা ৩৩ ভাগ। অর্থাৎ বৃটেনের তুলনায় মালয়বাসীরা খেতে পায় এক তৃতীয়াংশের ও কম, তাও আবার ভাল খাবার নয়, সস্তা সব্জী বীন ও লেপ্টিল। এর ফলে মালয়বাসীরা যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাতে আশ্চর্য্য হবার অন্ততঃ কিছু নেই।

ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের রূপ ও ফল ভাল করেই জানে তবুও সেই নির্মম শোষণও মালয়ের শোষণের কাছে ম্লান হয়ে যায়। এ কথা ভারতবাসী জানত তাই নেতারা ক্ষমতা হস্তগত করার আগে যেখানে সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী আক্রমন চলেছে জনসাধারণের ওপর সেইখানেই শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণী গুলির সাথে সহযোগিতার হাত মিলিয়েছে ভারতবর্ষ। চীনদেশে জাপানী বর্বরতা, স্পেনে ফ্যাসিবাদী ও ফ্রাঙ্কো অবিসিনিয়ায় মুসোলিণীর পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে জনসাধরনকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে সংগ্রামী ভারতবর্ষ; সাহায্যের উপায় তখন ছিল না রাষ্ট্রের বিরুদ্ধতা ও সামর্থের অভাবে তবুও ভারতবাসী অকুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষনের বিরুদ্ধে। কারণ ভারতবাসী জানত তাদের নিজের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য দেশের মুক্তি সংগ্রাম। কিন্তু আজ নেতারা একসঙ্গে বলেছেন জাতীয় স্বাধীনতা নাকি অর্জ্জিত হয়েছে, কার্য্যকরী সাহায্যের কোন অসুবিধা নেই তবুও সংগ্রামী মালয়বাসী ভারতের কাছে থেকে সাহায্য পাবার পরিবর্তে পাচ্ছে বাধা। ভারতীয় সরকারের প্রতিনিধি ইঙ্গমার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে প্রচারে ব্যাস্ত, আর ভারতীয় সরকারের একরকম সম্মতিতেই চালান দেওয়া হচ্ছে গুর্খা সৈন্যের দল স্বাধীনতাকামী জনসাধারনের বুকের রক্তে লাল করে দিতে মালয়ের রবার ক্ষেত্র, ও শিল্পাঞ্চল গুলি।

পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদী শক্তি আজ একত্রিত হচ্ছে সাম্যতন্ত্রী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। প্রত্যেক দেশেই সাম্যবাদী দলনের সাথে তাই চলেছে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ বিরোধী শক্তিগুলিকে ধ্বংসের চেষ্টা। এ উদ্দেশ্যে কোন পার্থক্য নেই ভারতীয় পণ্ডিতী-সর্দার চক্রের সঙ্গে চীনের চিয়াং এর, বৃটীশ লেবর মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে ডাচ সাম্রাজ্যবাদীর, ফরাসী সোস্যাল-ডিমোক্রাটদের সঙ্গে মার্কিন গনতন্ত্রি ট্রুম্যান সরকারের। জনশক্তির বিরুদ্ধ সংগ্রামে আজ এরা সব এক। তাই মালয়ের অভ্যুত্থানকে জঘন্য ভাষায় আক্রমন করে সম্পাদকীয় বেরোয় "আনন্দবাজারের" স্তম্ভে বৃটীশ হাই কমিশনার এডোয়ার্ড গেন্ট সামরিক আইন জারি করার নামে নির্ব্বিচারে

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হায়দ্রাবাদে নিজামসাহি তোষণনীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অজ্ঞ জনসাধারণকে ভুল বুঝাইয়া। বিপ্লবী গণশক্তির অভিযানকে সুনজরে পুঁজিবাদী সরকার দেখিতে পারে না কোনদিনই তাই সর্ব্বদা চেষ্টা হয় সেই অভ্যুত্থানকে থামাইয়া দিতে; আলোপ আলোচনা মধ্যপথে। সে কৌশল ইতিমধ্যেই চালু করা হইতেছে—বিশ্ব পুঁজিবাদীচক্র জাতি সংঘের মারফৎ হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধানের প্রশ্ন, ইতিমধ্যেই উঠিয়াছে। উন্নতধরনের ইটালীয় ষ্টেনগান নিজামকে সরবরাহ করা হইতেছে ইতালী হইতে, ফ্রান্সের সহযোগিতায় সুইৎসারলাণ্ডের অস্ত্র চালান চলিতেছে আকাশপথে, বৃটীশ অফিসারের অধীনে সুসংগঠিত হইতেছে নিজামী সৈন্যবাহিনী, আমেরিকার ব্যবসায়ী মহল হায়দরাবাদে পুঁজি খাটাইতে উদগ্রীব এই অবস্থায় পুঁজিবাদীস্বার্থের ধারক জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় আর যাহা হউক জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা মিটিতে পারে না। হায়দরাবাদ ভারতীয় রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হইলেও হইতে পারে কিন্তু তাহার সহিত সামন্ততান্ত্রিক শোষণ হইতে মুক্ত হইবার প্রজাদের দাবীর কোন সম্পর্ক নাই। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করিতে হইলে জনগণের রাষ্ট্র কায়েম করিতে হইবে।

খাঁটী পুঁজিবাদী চক্রান্তের সহিত হাত মিলাইয়াছে জয়প্রকাশের সমাজতন্ত্রী দল। তাঁহাদের একমাত্র দাবী হায়দরাবাদের ভারতবর্ষের সহিত সংযোগ। ইহাতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ যে অবলুপ্ত হইতে পারে না তাহা না বুঝিবার কথা নহে অথচ মধ্যযুগীয় শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিবার জন্য যে প্রজা আন্দোলন হায়দ্রাবাদের বুকে তুমুলভাবে চলিতেছে তাহাকে "সাম্যবাদীদের ষড়যন্ত্র" বলিয়া অভিহিত করিয়া হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলে এবং কেবলমাত্র ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত সংযুক্ত হইবার দাবী করিলে কার্য্যতঃ ধণিক শ্রেণীর দালালীই করা হয়। যে কাজ ধণিক শ্রেণী করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম,—প্রজা আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করিবার সেই কাজকে সাহায্য করা হয়, ইহা **অনস্বীকার্য্য**। অর্থাৎ যারা বিশ্বে দক্ষিণ পন্থী সোস্যাল-ডিমোক্র্যাট, বিশ্বপ্রতিক্রিয়ার কৌশলী দালালের যে কাজ করিয়া চলিতেছে, তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে সমাজতন্ত্রীদল।

হায়দ্রাবাদের এই গণ অভ্যুত্থানের মূলে রহিয়াছে ভূমিব্যবস্থার চূড়ান্ত অব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্রের নির্মম শোষণ—দেশমুখ, জায়গীরদার ও নিজামের অনুচরদের অধিকারে সমগ্র রাজ্যের পাঁচভাগের তিনভাগ জমি, নিজামের মাসিক আয় ১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা। আর একজন শ্রমিক পায় মাসিক ১৮৲। একা নিজাম বৎসরে কৃষি হইতে লাভ করেন ৫ কোটী টাকা অথচ প্রজা সাধারণ ঋনদায়ে আবদ্ধ, বেগারী প্রথা বে-আইনী খাজনা পুলিশি অত্যাচারে জর্জরিত, বিনা কারণে জমির সত্ব হইতে বঞ্চিত। এই প্রাণান্তকর অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার আগ্রহই আন্দোলনের ব্যাপকতার কারণ। প্রজাদের এই ন্যায় সঙ্গত আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিতে হইবে নিজামশাহী হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভুলিয়া যাইলে চলিবে না যদি এই অভ্যুত্থানকে আমরা ঠিক পথে পরিচালিত করিতে না পারি তাহা হইলে আমরা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইব—ভারতের আগামী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিব। কংগ্রেস বা সমাজতন্ত্রী দলের দক্ষিণ পন্থীয় কার্য্যক্রম যেমন আন্দোলনকে পিছন হইতে আঘাত হানিতে সচেষ্ট তেমনই অতিবামপন্থীয় চিন্তাধারা আমাদের অজস্র যদিচ্ছা সত্বেও আন্দোলনকে নষ্ট করিয়া দিবে। অথচ ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি Romanticism এর আবেশে এই ভুলই করিতেছেন। তাঁহারা তেলেঙ্গানায় যে নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পণায় বিভোর তাহার স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে ভারতের পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনের সফলতার উপর। মহাচীন, বা ব্রহ্মদেশে ভৌগলিক সুবিধার জন্য যে কারণে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে জনসাধারণের সরকার প্রতিষ্ঠা এবং ধীরে ধীরে সামরিক শক্তির সাহায্যে তাহার প্রসার সম্ভবপর হইয়াছে সেইরূপ কোন সুবিধা ভারতবর্ষের নাই; উপরন্তু ভারতীয় ধণিক শ্রেণী চীন বা ব্রহ্মদেশের সগোত্র অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বহু শক্তিশালী। সুতরাং সেই বিচারে নিজামকে পরাজিত করিতে পারিলে ও তেলেঙ্গানায় বিচ্ছিন্নভাবে পঞ্চায়েতী শাসন টিকাইয়া রাখিবার কল্পণা করা অবাস্তব—সমগ্র ভারতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সফল পরিসমাপ্তির উপর নির্ভর করিতেছে তেলেঙ্গানায় শিশু-রাষ্ট্রের ভবিষ্যত। অথচ ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দলের সে কার্য্যক্রম কোথায়? একদিকে তেলেঙ্গানায় স্বাধীন জন সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অন্যদিকে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংগ্রামকে মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্য্যসূচীর অন্তর্গত চিন্তা করার অর্থ দুইটি পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারার অদ্ভুত সংমিশ্রন, পাগলামীরই নামান্তর। যেকদিন ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র ও সাম্যবাদের দালাল তথাকথিত স্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রভুত্ব থাকিবে ততদিন তাহার সহিত তেলেঙ্গানার স্বাধীন জনসরকারের কোন রকমেই আপোষ চলিতে পারে না, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তাহাকে ধ্বংস করিবেই করিবে। সুতরাং তেলেঙ্গানার নিরাপত্তার জন্য চাই শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণী গুলি কতৃক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ এবং জনগণের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ইহা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্য্যসূচীর অন্তর্গত এবং সে সংগ্রাম মূলতঃ পুঁজিবাদ বিরোধী। অপূরিত গণতান্ত্রিক দাবীগুলিই এই সংগ্রামের কার্য্যসূচীর মধ্যেই পরিপূরিত হইবে। ইহা না বুঝিলে দুইটি পরস্পর বিরোধী চিন্তারাধার ফলে Romanticism এর নন্ম লইতে বাধ্য। এই কথা আমরা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

ইউনিয়ন-অফ পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কার্সের প্রথম বার্ষিক ● প্রাদেশিক সম্মেলন ●

ডাক ও তার কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের একমাত্র সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান 'ইউনিয়ন অফ পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কার্সের, বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে গত ২৭শে আগষ্ট ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে প্রথম দিনের প্রকাশ্য অধিবেশন হয়; সম্মেলন ২৭শে হইতে ২৯শে আগষ্ট পর্য্যন্ত চলে, সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র চ্যাটার্জ্জী।

ডাক ও তার শ্রমিকদের গত আকোলা সম্মেলনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ; আর, এম, এস, বিভাগ লইয়া গঠিত এই সংগঠনের বাংলা প্রাদেশিক শাখায় এই প্রথম সম্মেলন ডাক ও তার শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের মনে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করে—বিভিন্ন জেলা ও কলিকাতার প্রায় ৭০০ শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

প্রথম দিনের প্রকাশ্য অধিবেশনে সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীযুত মৃনাল কান্তি বসু বৃটীশ আমলে ডাক ও তার কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টার সঙ্গে বর্ত্তমানের কংগ্রেসী আমলাতান্ত্রিক শাসনের বিভেদ সৃষ্টির তুলনা করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির তরফ হইতে অভ্যর্থনা জানান অধ্যাপক শিশির চ্যাটার্জ্জী, নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুত যোগেশ চ্যাটার্জ্জী তাঁহার লিখিত অভিভাষন পাঠ করেন।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের তরফ হইতে কমরেড প্রীতিশ চন্দ ডাক ও তার শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি বিপ্লবী অভিনন্দন জানাইয়া বলেন যে পোষ্ট, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের এই সম্মেলনের দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় এক বিশেষ তাৎপর্য্য আছে; সমস্ত মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারী যেথায় কংগ্রেসী সরকারের শ্রমনীতি ও অর্থনৈতিক শোষনের ফলে বিক্ষুব্ধ, অথচ দৃঢ় কর্ম্মপন্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে দোদুল্যমান, অর্থনৈতিক দাবী মেটাবার জন্য ধর্ম্মঘটের পথে এগিয়ে এসেও কংগ্রেসী সরকার সম্বন্ধে ভ্রান্ত আশা থাকার জন্য, বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দুরে থাকার চেষ্টায় আছে, সেখানে পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের অনেক খানি দায়িত্ব আছে, দেশের সমস্ত মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারীদের মন থেকে মধ্যবিত্ত সুলভ দোদুল্যমানতার সংস্কার কাটিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার।

ডাক ও তার শ্রমিকনেতা কমরেড ভূপেন ঘোষ প্রথমেই ঐতিহাসিক ২৯শে জুলাই এর ঐতিহ্যের ধারক ডাক ও তার কর্ম্মচারীদের বিশেষ ভাবে মনে রাখতে বলেন যে তারাই কর্ম্মচারী আন্দোলনকে মজুর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে এক অভিনব গুরুত্ব দান করে, বক্তৃতা প্রসঙ্গে কমরেড ঘোষ বর্ত্তমান সরকারের নীতি বিশ্লেষন করে পরিষ্কার ভাবে ঘোষনা করেন যে এই সরকার মালিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত এবং মজুরের কোন রকমে বেঁচে থাকার দাবী মেনে নিয়ে মালিকদের পকেটের কিছুমাত্র ভার লাঘব করবেনা; মুখে এরা বলছে মজুর কৃষক রাজ কায়েম করবে আর ডাক ও তার কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের উপদেশ দিচ্ছে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে, তিনি বলেন যে আজকের দিনে বেঁচে থাকতে হলে মজুরদের রাজনীতি বুঝতে হবে, রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে হবে। কমরেড ঘোষ বিশেষ ভাবে পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারীদের কাছে পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ করার আহ্বান জানান; কেন না একমাত্র মজুর শ্রেণীর বৈপ্লবিক নেতৃত্বই কর্ম্মচারীদের যে পুঁজিপতিদের নিকট আত্ম বিক্রয়ের লজ্জা হইতে কর্ম্মচারীদের জীবনকে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করিতে পারে।

সম্মেলনে কেন্দ্রিয় গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারী ও শ্রমিক ইউনিয়নের সহিত একত্র হইয়া যুক্ত কমিটি গঠন, অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের স্থায়িত্বের, মাগগীভাতা বৃদ্ধির, বর্ত্তমান সরকারের শ্রমনীতির বিরুদ্ধতা জানিয়ে, ভবিষ্যতের সুখী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার জন্য ডাক ও তার কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের আহ্বান জানিয়ে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর প্রস্তাব নেওয়া হয়।

সভায় শ্রীযুত দেবনাথ দাস, নেপাল ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে ২৯শে আগষ্ট বৈকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পর্য্যবসিত হয়।

দীর্ঘ সম্মেলন পরিচালনার দায়িত্বকে সুষ্ঠভাবে পালন করার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক কমরেড রায়কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় সকলের ধন্যবাদ লাভ করেন।

কমরেড ভূপেন ঘোষ আগামী বারের জন্য সাধারন সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতি সরকারী হুমকি

কলকাতা পুলিশ হেড কোয়ার্টার হইতে সম্প্রতি এক আদেশ বলে কলকাতা ফায়ার ব্রিগেডের (সার্ভিস) কর্ম্মীদের হুমকি দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা যদি অবিলম্বে ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সরকারী অনুমোদিত এসোসিয়েসনে যোগ না দেন, তবে তাহাদের চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে।

'৪৮ এর ১৫ই আগষ্ট

কলিকাতায় ১০ হাজার লোকের সভায় নতুন সংগ্রামের সঙ্কল্প গ্রহন

★

গত ১৫ আগষ্ট ভারতীয় ইউনিয়নে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস অর্জ্জন দিবসে ভারতীয় পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সম্মিলিত চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং জনসাধারণকে শোষণ করার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও সংগঠনের সম্মিলিত উদ্যোগে কলকাতায় হাজরা পার্কে ১০ হাজার লোকের এক জনসভা হয়।

বলশেভিক পার্টি, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার, করপোরেশন ওয়ার্ক-র্স ইউনিয়ন পশ্চিমবঙ্গ ফরওয়ার্ড ব্লক, আর-সি-পি-আই, বলশেভিক-লেনিনিষ্টপার্টি, ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড ও বঙ্গীয় যুব সঙ্ঘ প্রভৃতি দল ও সংগঠন গুলি সম্মিলিত ভাবে এই সভার আয়োজন করে,

সভায় সভাপতি আজাদ হিন্দ ফৌজের দেবনাথ দাস বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিথ্যা স্বাধীনতার মুখোস খুলে দেন। তিনি বলেন "জনসাধারণকে বহু আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়া শেষ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করিতে গিয়া কংগ্রেস আজ তাহাদের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে; তাই পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া জনসাধারণের স্বার্থকে বলি দিতে হইতেছে, মিথ্যা ধাপ্পার আড়ালে জনসাধারণকে ভুলাইবার চেষ্টা চলিতেছে।"

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কলিকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রীতিশ চন্দ প্রথমে সমবেত জনসাধারণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "আজকে ৪৮ সালের ১৫ই আগষ্টে আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জন্যে যে আপনারা দেশীয় পুঁজিবাদ, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ বুঝতে পেরে, টাটা-বিড়লার জনসাধারণকে অবাধে শোষণ করার স্বাধীনতাকে নিজেদের স্বাধীনতা বলে গ্রহণ না করে ওদের এই উৎসবের দিনে নোতুন সংগ্রামের শপথ নেবার জন্যে এই সভায় যোগ দিয়েছেন; কমরেড চন্দ বলেন, "গত বছর ১৫ই আগষ্টে যখন ওদের ষড়যন্ত্র সুরু হয়, জনসাধারণের স্বাধীনতার নামে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক দাসত্বে দেশীয় ধনিকশ্রেণী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন আপনাদের অনেকেই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি—বহুদিনের দুঃসহ পরাধীন জীবনের অবসান হলো ভেবে আনন্দিত হয়ে ছিলেন, সেদিন আপনারা উৎসবে মত্ত হয়ে অন্ততঃ একদিনের জন্যে দুঃসহ জীবনের জ্বালা যন্ত্রনা ভুলতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমরা সেদিনই বলেছিলাম উৎসবের দিন এ নয়, বিরাট ষড়যন্ত্র হচ্ছে পরদার আড়ালে নোতুন দাসত্বের যাঁতাকলে আমাদের পিষে মারবার জন্যে, তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাতে বলেছিলাম সেদিন; কিন্তু আমাদের কণ্ঠ সেদিন আপনাদের কাছে গিয়ে পৌছায়নি, উৎসব প্রদীপ জ্বালান আর বাজীপোড়ান, সংবাদপত্র রেডিও আর চলচিত্রের কলনাদে, মিথ্যা প্রশস্তি আর আশ্বাসের আড়ালে আমাদের কণ্ঠস্বর সেদিন হয়তো সাময়িক ভাবে ডুবে গিয়েছিলো, আপনারাও উৎসবে মত্ত হয়ে বেছে নিতে পারেননি সত্য-মিথ্যা।

কিন্তু বিগত একবছরের মর্ম্মস্পর্শী অভিজ্ঞতায়, দুঃসহ নিষ্পেষণে আপনারা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন এই স্বাধীনতার আসলরূপ, সেদিন যাদের এই লড়াইয়ের নেতা বলে ভেবেছিলেন, যাদের বড় বড় বুলি আর গালভরা আশ্বাস শুনে বিশ্বাস করেছিলেন—তাদেরই কাছ থেকে পেলেন চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা। তাই আজকে আর বুঝতে ভুল করবেন না এদের—সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী ধনীক গোষ্ঠীর দালালদের।

কিন্তু আজকের দিনের দায়িত্ব শুধু এদের চেনাই নয়, বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করা, বর্ত্তমান ক্লেদময় সমাজ, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে নোতুন সমাজ গড়বার দায়িত্বই প্রধান। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত—যেখানেই শোষিত জনসাধারণ, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, চাষী ভালভাবে বাঁচার দাবীতে যে কোন আন্দোলন করছে গুলি আর বেয়নেটে তা স্তব্ধ করবার প্রয়াস পেয়েছে কংগ্রেসী সরকার। দেশে আজও অন্নসমস্যা বস্ত্রসমস্যা আছে, মজুরের মজুরী ক্রয়ক্ষমতার অনেক নিম্নে—চাষী আজও জমির মালিক হতে পারেনি—মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারীর চাকুরীর কোনও স্থিরতা নাই—যে কেহ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, এই ব্যবস্থা বদলাতে চাইচে তাকেই হয় গুলি করে মারা হয় নয় 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে জেলে রাখা হয়।

দেশীয় রাজ্যগুলির দিকে চেয়ে দেখুন, সেখানকার প্রজাসাধারণ আন্দোলন করছিল সেই মধ্যযুগীয় বর্ব্বর সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে, সেখানে কংগ্রেসী সরকার সামন্ততন্ত্রের সাথে আপোষ করে তাকে বাঁচিয়ে রেখে প্রজা আন্দোলনকে ধ্বংস করেছে, প্রজা সাধারণের ভাত কাপড়ের সংস্থান করছে না। অথচ সামন্ত নৃপতিদের ২৫ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা ভাতা দিচ্ছে।

কংগ্রেসী সরকারের নীতি আজ পরিষ্কার—একদিকে মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদের কোলে আশ্রয় নিয়ে তার স্বার্থরক্ষা করছে, দেশীয় মালিক শ্রেণীর দালালী করে শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস করছে, দেশ সমস্যার পর সমস্যার সৃষ্টি করে জনসাধারণকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে—সামন্ততন্ত্রের সাথে আপোষ করে প্রজাদের মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করছে।

কংগ্রেসী সরকার টাটা বিড়লা প্রভৃতি গোষ্ঠির দালালি করছে এটা যেমন বুঝেছেন তেমনি সাথে সাথে এও আপনাদের বুঝতে হবে যে আজকের আনবিক যুগে আর কোন দেশে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারবে না এই মালিকশ্রেণী। এই পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্র আর কোন প্রকারে সমাজের উন্নতি করতে পারে না। সঙ্কট এরা সৃষ্টি করছে নিজেদের স্বার্থ মেটাতে গিয়ে কিন্তু পরিত্রাণ আর খুঁজে পাচ্ছেনা, তাই এরা দেশে দেশে গণ জাগরণকে ধ্বংস করতে চায় এবং ফ্যাসীবাদের জন্ম দেয়, আর দুনিয়াব্যাপী যুদ্ধ বাধিয়ে পরিত্রাণ পেতে চায়। কিন্তু পরিত্রাণ এদের নেই—যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছে সেই সঙ্কটেই এরা পুড়ে মরবে—যে সর্ব্বহারা শ্রেণীকে সৃষ্টি করেছে তার হাতে এর ধ্বংস অনিবার্য্য—এই হচ্ছে ইতিহাসের বাস্তববাদী শিক্ষা। তাই দেখুন দুনিয়াজোড়া কি এদের তোড়জোড়; দেশে দেশে ধনিকশ্রেণী আজ একদলে যোগ দিচ্ছে—আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দল করেছে আর প্রত্যেক দেশের ছোট বড় ধনিক গোষ্ঠী সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে, সেই স্পেন, ব্রেজিল আর গ্রীস বলুন, চীন বর্ম্মা আর ইন্দোনেশিয়াই বলুন সব দেশের ধনিক মালিক আজ এক শিবিরে, সবাই মিলে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে মদত দিচ্ছে দুনিয়াব্যাপী প্রগতিশীল গণ মুক্তি আন্দোলনকে পিষে মারবার জন্য। এরা চেষ্টা করছে আর একটা যুদ্ধ বাধিয়ে এদের শোষণ ব্যবস্থাকে আরও কিছু দিনের জন্যে টিকিয়ে রাখতে।

কিন্তু পাশে পাশে আরেকটা বিরাট শক্তিও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তা' হচ্ছে মেহনতকারী জনসাধারণের সংঘবদ্ধ শক্তি, মজুর চাষী মধ্যবিত্তের ঐক্যবদ্ধ অভিযান। শোষিত জনসাধারণ আজ ভালভাবেই জানে যে এই পুঁজিবাদী শোষণ, অত্যাচার আর নিষ্পেষণ বন্ধ করতে পারার একমাত্র হাতিয়ার সাম্যবাদ, সাম্যবাদই পারে মানুষকে সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি দিয়ে সুখী স্বাধীন সমাজ গড়তে, তাই আজ দেশে দেশে জনসাধারণের আন্দোলন চলছে সাম্যবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে। পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশে আছে মজুর কিষাণ মধ্যবিত্তের স্বাধীন রাজ, সমস্ত পূর্ব্ব ইউরোপে তৈরী হয়েছে স্বাধীন জনতার গণতন্ত্র; লড়াই চলেছে গ্রীসে, স্পেনে আর চীনে, বর্ম্মায়, মালয়ে। তাই আপনাদের আজ একদিকে যেমন নিজ দেশের ধণিক-মালিক শ্রেণীর দালাল কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে হবে তেমনি আবার দুনিয়াব্যাপী দুই শক্তির মধ্যে প্রগতিশীল গণশক্তির মাঝে নিজ আসন করে নিতে হবে, মনে রাখতে হবে সামনের দিনে আপনার ভাল ভাবে বেঁচে থাকার লড়াই শুধু আপনার একারই নয় আপনার লড়াই সমস্ত শোষিত মানবশ্রেণীরই লড়াই। এক সাথে হাত মিলিয়ে আজ অগ্রসর হতে হবে সমস্ত দুনিয়াব্যাপী এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেবার জন্যে।

সভায় প্রস্তাব উথাপন করেন বলশেভিক পার্টির তারা দাস। সমর্থন করেন পশ্চিম বঙ্গ ফরওয়ার্ড ব্লকের মলয় ব্রহ্মচারী, বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন—কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বিজয় দেব, জীবন সেনগুপ্ত, মজদুর পাঞ্চায়েতের কালীপদ দত্ত, বঙ্গীয় যুব সঙ্ঘের দ্বারিক ভট্টাচার্য্য, বলশেভিক লেনিনিষ্ট দলের নরেন ঘোষ। সভার শেষে জনতার এক বিরাট শোভাযাত্রা কলিকাতায় বিভিন্ন পথ প্রদক্ষিণ করেন। শোভাযাত্রাকারীগণ "নেহরু সরকার ফ্যাসীষ্ট হ্যায়" "ফ্যাসীষ্ট সরকারীকো হটানা হ্যায়" "টাটা বিড়লা রাজ খতমকারো" "ধণিক সরকার ভেঙ্গে দেও" প্রভৃতি ধ্বণি করিতে করিতে অগ্রসর হয়।

১৫ই আগষ্টে টালিগঞ্জে সভা

গত ১৫ই আগষ্ট ভারতীয় ইউনিয়নের ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস অর্জ্জন দিবসে টালিগঞ্জের চারু এভিনিউতে বি, বি, এস, এ ক্লাবের উদ্যোগে এক জনসভা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত বাদল গাঙ্গুলী এবং বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা কমরেড সুকোমল দাসগুপ্ত (সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার), কমরেড দেবপ্রসন্ন সেন (আর, এস, পি), সাম্যবাদী কর্ম্মী কমরেড সুনীল রায়, কেষ্ট মিত্র প্রভৃতি।

সভায় বিভিন্ন বক্তাগণ ১৫ই আগষ্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন এবং কংগ্রেসী সরকারের বিভিন্ন নীতির ব্যাখ্যা করিয়া জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন ধারণের অবস্থা বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করেন যে এই ক্ষমতা হস্তান্তরের ভিতর জনসাধারণের স্বার্থ বলি দিয়া ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কংগ্রেসী সরকারের ঘর-দরবার নীতি

পণ্ডিতজীর ভগ্নীর মাসিক ১২৫০৲ না হইলে চলে না

কিন্তু

শিক্ষকদের ১০০৲ টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে

সম্প্রতি ভারতীয় ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টে বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্র দূতদের বেতন ও ভাতার এক মোটা অঙ্কের তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার সহিত পঃ বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের প্রচারিত শিক্ষকদের বেতন ও ভাতার হার একটি লক্ষনীয় বিষয়। বিদেশে ভারতীয় দূতদের মর্য্যাদার ঠাট বজায় রাখার যে কৈফিয়ৎ পণ্ডিতজী দিয়াছেন তাহাতে গান্ধীজীর 'শিষ্যদের" কৃষ্ণ সাধনার নমুনা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী দেশ গুলোর সাথে পাল্লা দিয়া খানা-পিনা, বাড়ী-গাড়ী, পোষাক পরিচ্ছদের এক টানা প্রতিযোগীতার বহর ছাড়া আর কিছুই নয়; যেখানে দেশের ও জাতীর মেরুদণ্ড শিক্ষা ও শিক্ষকদের বলা হচ্ছে অগ্নিমূল্যের বাজারে সামান্য বেতনে তুষ্ট থাকতে, শিশুরাষ্ট্র ও আর্থিক অসচ্ছলতার কথা স্মরণ করিয়ে, সাথে সাথে বিশেষ লোক ও মহলের প্রতি এ উদারতা বহু ঘোষিত কংগ্রেসী 'সাম্যে'র এক প্রহসন ছাড়া জনসাধারণ একে আর কি ভাবে গ্রহণ করতে পারে।

বিদেশে রাষ্ট্রদূতগণের বেতন ও ভাতা

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষী পণ্ডিত (সোভিয়েট)—১২৫০০৲
খি রামরাও (আমেরিকা) —৮৭০০৲
দেওয়ান চমনলাল (তুরস্ক) —৫০০০৲
উইং কমাণ্ডার রূপচাঁদ (আফগানিস্থান)—৫০০০৲
সৈয়দ আলি জাহির (ইরাণ) —৫০০০৲
এম, এ, রউফ (বার্ম্মা)—মাহিনা—২৭৫০৲
ও কয়েক প্রকারের ভাতা
উইং কমাণ্ডার সুরজিৎ সিংহ (নেপাল)—৩০০০৲
ডাঃ সৈয়দ হোসেন (মিশর)—ভাতা ও মাহিনা—৩৫০০৲
কে, এম, পানিকর (চীন)—ভাতা ও মাহিনা—৩৫০০৲
ওয়াশিংটনে রাষ্ট্র দূতাবাসের বাৎসরিক খরচ—১২৫০০০০৲
মস্কোতে " " " —৫৩৯০০০৲

বৈদেশিক কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত অফিসার

এন্, আর, পিল্লাই (ফ্রান্স) —৬৫০০৲
ধীরুভাই ভুলাভাই দেশাই (সুইজারল্যাণ্ড)—৫২৫০৲
এম্ আর, মাসানি (ব্রেজিল) —৫৫০০৲
ভগবৎ দয়াল (শ্যাম) —২৬৬৭৲

লণ্ডনে ভারতীয় হাই কমিশণার
শ্রীকৃষ্ণ মেনন—(বাৎসরিক) ৫৫০০ পাঃ
(গাড়ী কেনার জন্য ভাতা)—৩৯০০ পাঃ

ভারতের বড়লাট

মাসিক মাহিনা—২০৯০০৲
" ভাতা—৩২৯১৬৲
" গাড়ী বাড়ী বাবৎ—৫৫৭৫০৲

● অন্যদিকে ●

শিক্ষকদিগের বেতন ও ভাতা

হেডমাষ্টার—১ম বিভাগ	২৫০৲	—৪১০৲
২য় ,,	২০০৲	—৩০০৲
৩য় ,,	১৭৫৲	—২৫০৲
৪র্থ ,,	১৫০৲	—২০০৲

সহকারী শিক্ষক :—

গ্রাজুয়েট—	৬০৲	—১০০৲
,, (বি, টি)	৭৫৲	—১৫০৲
আণ্ডার গ্রাজুয়েট—	৫০৲	— ৮০৲
এম, এ ও এম, এসসি—	৯০৲	
ইহা ছাড়া মাগগী ভাতা—	১০৲	

OUR PUBLICATION

The National and the International Situation.

Price—Ten annas.

This book deals with the Present International Political situation ; the class character and content of the two camps into which the world has been devided ; the analysis of the present phase of Indian Revolution, the Co-relationship of different class forces ; the role of different left Parties ; the attitude of S. U. C on different Parties, the programme of S. U. C. Those who are keen to be acquainted with the theoritical stand of S. U. C should go through the book.

কলিকাতায় অর্ডিনান্স বিরোধী দিবস

গত ২৮শে আগষ্ট ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি, বিভিন্ন বামপন্থী দল ও প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত উদ্যোগে মনুমেণ্টের নীচে কলিকাতায় অর্ডিন্যান্স বিরোধী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রায় ১০,০০০ হাজার নাগরিকদের এক বিরাট জনসমাবেশ হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৃণালকান্তি বসু—বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকার মালিক শ্রেণীর সাথে সহযোগিতা করে শ্রমিক ও গণ আন্দোলনকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে—গুণ্ডাদের সাথে মিলিত হয়ে গুণ্ডারাজ কায়েম করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। জন আন্দোলন ধ্বংস করবার জন্য তারা যে নিরাপত্তা আইন জারী করেছে সেই ফ্যাসিষ্ট সুলভ আইন দেখে, দেশের শান্তিকামি জনসাধারণ, বিভিন্ন মহল এমন কি প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিরা পর্য্যন্ত বিস্ময়ান্তিত হয়ে—অর্ডিন্যান্স এর সাহায্যে আইন বিভাগকে রাষ্ট্রে শাসণ-বিভাগের প্রত্যক্ষ অধীনে আনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছে।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ সভায় বক্তৃতারম্ভে বলেন "বর্ত্তমান সরকারের প্রত্যেকটি বিশেষ আইন, অর্ডিন্যান্স ও ক্ষমতা প্রয়োগের পেছনে সুস্পষ্ট ভাবে যে লক্ষ্য রয়েছে তা দেশের যে কোন প্রগতিশীল আন্দোলনকে গলাটিপে মারবার অপকৌশলের নামান্তর। এক সামগ্রিক ফ্যাসিষ্ট নীতি মাকড়শার জালের মত সারা দেশটাকে সবদিক থেকে চেপে মারবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। তাই নিরাপত্তা আইন বা অর্ডিন্যান্স রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে গিয়ে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে অর্ডিন্যান্স এর কবল হতে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে উদ্ধার করতে হলে বর্ত্তমান রাষ্ট্র কাঠামোর আমুল পরিবর্ত্তন দরকার। বর্ত্তমান রাষ্ট্র কাঠামোর যত রদবদলই হোক না কেন, পণ্ডিত-প্যাটেল নলিনী-বিধান এর জায়গায় জয়-প্রকাশ মার্কা সমাজতন্ত্রীদের গদিতে বসালেও এই ধণিক-স্বার্থ সংরক্ষণের রাষ্ট্র যন্ত্র যতদিন থাকবে—জনসাধারণের শান্তি, ব্যাক্তি স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রভৃতি কথার কথাই থেকে যাবে—বাস্তবে ফলপ্রসু হবে না। তাই ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামকেও বর্ত্তমাণের ধণিক-রাষ্ট্র ধ্বংসের সংগ্রাম পথেই চালাতে হবে"।

তিনি আরও বলেন যে বর্ত্তমানে আমাদের সংগ্রাম চালাবার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন, বিভিন্ন বামপন্থী দলের সম্মিলিত গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট। একমাত্র এই ফণ্টেই বামপন্থী দলগুলির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ভিত্তিতে এক ব্যপক ও জোরালো গণ আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু দেশের বামপন্থী দলগুলোর দৃষ্টি এখনও এই দিকে তেমন ভাবে আকৃষ্ট হয়নি—বামপন্থীদের দৃষ্টি এদিকে ফেরাবার জন্য একদিকে যেমন দলনির্বিশেষে বামপন্থীদের দায়িত্ব আছে তেমনি জনসাধারণকেও একথা আজকে বুজতে হবে যে বামপন্থী দলগুলিকে তারা যদি যথাযথ চাপ দেন তবে বহুপ্রকার সঙ্কীর্ণতা সত্বেও বামপন্থী বলে পরিচিতদের উপায় থাকবে না এ ফ্রণ্টকে অস্বীকার করবার। কেননা জনসাধারণই গণ-দলের বিচারক, এই বিচারকে এড়িয়ে চলার ক্ষমতা কোন বামপন্থীরই নাই—তাই সম্মিলিত গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গড়ার আন্দোলনই ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলন, এ আন্দোলনের পথেই সুনিশ্চিত হবে আমাদের সংগ্রামের ফলাফল।

নিরাপত্তা আইনের ও বিভিন্ন অর্ডিন্যান্স-এর সাহায্যে সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ, রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠাণ বে-আইনী করা, মজুর, কৃষক, ছাত্র ও মহিলা আন্দোলনের উপর আক্রমণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সভায় এক প্রস্তাব উথাপণ করেন কমরেড প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, প্রস্তাবের সমর্থণে বলেন সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী ও দেবনাথ দাস। সভায় কমরেড কালি ব্যানার্জী, অনিলা দেবী, হারাধণ চ্যাটার্জী, সুব্রত সেন প্রভৃতি বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠাণের তরফ থেকে বক্তৃতা করেন।

—:*:—

বাড়ী ওয়ালার উপদ্রব

সম্প্রতি ১১।৩ রসা রোডের অধিবাসীদের উপর বাড়ীওয়ালা শ্রীসত্য ভূষণ বসুর উপদ্রব উত্তর উত্তর বেড়ে চলে। সত্য বসু কলকাতার অধুনা টাকাওয়ালাদের অন্যতম—কুবের ব্যাঙ্ক, বসুশ্রী, বীনা, clyde fan এবং কতিপয় বাড়ী ও Bar এর মালিক।

প্রকাশ শ্রীযুক্ত বসুর বর্ত্তমান কংগ্রেসী মন্ত্রী ও পুলিস মহলে বিশেষ দহরম্ থাকার জোরে এবং টাকার জোরে গুণ্ডা লেলিয়ে উক্ত বাড়ীর বাসিন্দাদের উপর আইন ও জুলুমের যুগপত আক্রমন চালান।

গত নভেম্বর মাসে ejection suit এ গতানু গতিক ভাবে বাড়ীওয়ালা decree পাইলে উহার উপর injunction লওয়া হয়। তা সত্বেও বাড়ীওয়ালা এ যাবৎ প্রতি মাসে মাঝে মাঝে গুণ্ডা দল নিয়ে উপদ্রব করেন—পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্বে ও কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নাই।

গত ১৯৩৯ সাল থেকে যে সমস্ত ভদ্রলোক পরিবার সহ এ বাড়ীতে বাস করছিলেন আজ কলকাতার প্রচণ্ড গৃহ সমস্যার মাঝে মধ্যবিত্তদের এরূপ দুরবস্থা ও লাঞ্ছনার বহু শত ঘটনার আর একটি কংগ্রেসী সরকারের বড়লোক প্রীতির আর এক দৃষ্টা।

জনসাধারণের একথা স্মরণ থাকিতে পারে যে উক্ত বাড়ীওয়ালা 'বসুশ্রী' প্রেক্ষাগৃহ পরিকল্পনা কাজে লাগানোর জন্য উক্ত জায়গার অধিবাসী নিম্ন মধ্যবিত্ত বস্তিবাসীদের উৎক্ষাত কল্পে পুলিস ও গুণ্ডার সাহায্য নেন। টাকার পাহাড় গড়ার নেশা যে সমস্ত মুনাফা শীকারীদের পেয়ে বসে এ সমস্ত জবরদস্তি তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক আর্ট প্রেস, ২০ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—কার্য্যালয়ঃ ১-এ, একজিবিসন রো, কলিকাতা—১৭